মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ, দুই যুবক আটক

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে এক কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মাঠে এ নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে।

আটকরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আফতাব আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম এবং জুমাত আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম। পলাতক অভিযুক্ত মিনারুল একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ঘটনার রাতেই ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী নিজে বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ও রাকিবুলকে আটক করে। আজ শুক্রবার তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হন। সন্ধ্যার পর তারা রাজাপুর গ্রামের মাঠের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিন যুবক তাদের গতিরোধ করে। একপর্যায়ে প্রেমিকের গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে পাশের ইউপি সদস্য চঞ্চলের ভাটার পেছনের আমবাগানে নিয়ে যায় তারা। সেখানে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে দু’জনকে বিবস্ত্র করে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

চাপে পড়ে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে তাদের কাছে রেখে টাকা আনতে মেহেরপুর শহরের দিকে চলে যান। টাকা নিয়ে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান প্রেমিকা কান্নাকাটি করছেন। পরে ছাত্রী জানান, তিন যুবক তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। এরপর প্রেমিক স্থানীয় লোকজনকে খবর দিলে তারা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন,

“ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।”

ঝিনাইদহে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর হত্যা, প্রেমিকসহ গ্রেফতার ২

ঝিনাইদহ সদরে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর ইসহাক আলী (৭০) কে হত্যা করা । এই হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী তার বেটার বউ ও তার প্রেমিকসহ ২ আসামিকে ১৬ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার সকালে মাঠ থেকে হাত-পা ও গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ইসহাক আলীর লাশ উদ্ধার করে।

ঘটনার ১৬ ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা মামলার মূল আসামি রওশন আলী ও প্রেমিকা নয়ন তারাকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গ্রেফতারকৃত রওশন আলী হরিণাকুন্ডু উপজেলার হিঙ্গারপাড়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে এবং নয়ন তারা নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রী।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আনিসুর রহমান জানান, নিহতের ভাই মিক্কাস আলী বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা সূত্রে মূল আসামিকে শনাক্ত করে শনিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রওশন আলী হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রীর সঙ্গে রওশন আলীর দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে শ্বশুর ইসহাক আলী বাধা দেয়, ওই সম্পর্ক গোপন রাখতে তাকে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আনিসুর রহমান বলেন, ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তদন্ত শেষে পুরো ঘটনা সম্পর্কে জানা যাবে।

এদিকে শুক্রবার সকালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় প্রেমিকের বিয়ের খবরে কলেজ ছাত্রীর অনশন

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে প্রেমিকের বিয়ের খবর প্রকাশ হওয়ার পর বিয়ের দাবিতে অনশনে বসেছেন এক কলেজছাত্রী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা ওই শিক্ষার্থীর অনশনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে নয়ন (২০) এবং বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের হায়েত আলী মন্ডলের মেয়ে কলেজছাত্রী শারমিন আক্তারের (১৮) মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সময় নয়ন শারমিনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি নয়ন গোপনে অন্যত্র বিয়ের উদ্যোগ নিলে এ খবর জানাজানি হয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে শারমিন প্রেমিকের বাড়ির সামনে গিয়ে অনশনে বসে পড়েন।

শারমিন অভিযোগ করে বলেন, “নয়নের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের সম্পর্ক। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে আমরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি। এখন অন্যত্র বিয়ে করার চেষ্টা করায় আমি ন্যায়বিচারের দাবিতে অনশনে বসেছি।”

এ ঘটনা জানাজানি হলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। দুই পরিবারের সদস্যরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনশন চলাকালে শিক্ষার্থীর দৃঢ় অবস্থান এবং প্রেমিকের পরিবারের নীরবতা নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বামী হত্যার দায়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ভালকী গ্রামে পরকীয়ার জেরে চাঞ্চল্যকর জসিম হত্যা মামলায় স্ত্রী রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষনা করেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মামুনুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দন্ডিত রিতা খাতুন হরিণাকুন্ডু উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের জয়নাল মন্ডলের মেয়ে এবং তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক একই উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর রিতা খাতুন ও তার পরকীয়া প্রেমিক আব্দুল মালেক কৌশলে বাড়ির পাশে ডেকে নিয়ে জসিম উদ্দিনকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে হত্যা করে। পরে ওই ঘটনায় নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলায় দায়ের করেন।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই অনিশ মন্ডল আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমান শেষে আদালত উল্লেখিত রায় দেন।

রায়ে স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত রিতা খাতুন ও তার প্রেমিক আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দেন আদালত। বাদীপক্ষে এ্যাড রবিউল

ইসলাম, এ্যাড নেকবার ও এ্যাড রিমা ইয়াসমিন এবং আসামী পক্ষে এ্যাড আনোয়ার হোসেন ও এ্যাড গৌতম কুমার মামলাটি পরিচালনা করেন।

রায় ঘোষণার পর মামলার বাদী আব্দুর রশিদ বলেন, আসামীদের ফাঁসি হলে আরো খুশি হতাম। তিনি বলেন, দন্ডিত আসামী তার ভাবি রিতা ও আব্দুল মালেক পরিকল্পিত ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছে, যা আমরা প্রমান করতে সামর্থ হয়েছি।

গাংনীতে প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, প্রেমিকের আত্মহত্যা

প্রেমিকার অন্যত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আত্মহত্যা করেছেন রাজা হোসেন (১৮) নামের এক কিশোর।

রাজা গাংনীর উপজেলার সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের ছিটাপাড়া এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। আজ রবিবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় প্যান্টের বেল্ট পেঁচিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সংরক্ষিত নারী সদস্য বিথীয়ারা খাতুন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি জানান, রাজা হোসেনের স্থানীয় একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তার সাথে বিয়ের দিনক্ষণ ও নাকমাছি পরানো হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে পক্ষ পরে বিয়ে দেইনি। নাকমাছিও ফেরত পাঠিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কয়েকদিন যাবৎ রাজা বিমর্ষ ছিল। আজ সকালে সে আত্মহত্যা করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। সুরোতহাল রিপোর্ট করে মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে প্রেমিকার আত্মহত্যার খবরে প্রেমিকেরও বিষপান

প্রেমিকা রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিক রিংকুও বিষপান করে হাজির হলেন মৃত প্রেমিকার বাড়িতে। প্রেমিক রিংকুকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ায়।
রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে। রিংকু একই উপজেলার দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে। সে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আযহার আগের দিন রুবিনা খাতুনের বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের সৈকত আলীর ছেলে সবুজের সাথে।
ঈদের পর দিন স্বামী সহ রুবিনা খাতুন মায়ের বাড়িতে অষ্টমঙ্গলে আসে। বিয়ের ৫ দিনের মাথায় আজ সোমবার সকালে রুবিনা নিজ কক্ষের আড়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে রিংকুও বিষপান করে রুবিনার বাড়িতে এসে হাজির হন।
জানা গেছে, রুবিনা তার নানা বাড়ি দেবিপুর গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। রিংকুর কাছে প্রাইভেট পড়ার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানা জানি হলে রুবিনার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। বিয়ে মেনে না নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে রুবিনার মা সুমাইয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করেছে। রিংকুর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা আমরা আমরা কিছুই জানিনা।

খবর পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বেগমপুরে নববধূকে ভাগিয়ে নেওয়ার কালে প্রেমিক সাগর গ্যাড়াকলে

চুয়াডাঙ্গা সদর বেগমপুরের কোটালী গ্রামের এক নববধূকে ভাগিয়ে নেওয়ার কালে প্রেমিক সাগর পড়েছে গ্যাড়াকলে। এসময় স্থানীয় গ্রামবাসী প্রেমিক সাগর ও বোন জামাইকে উত্তম-মাধ্যম শেষে থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের দর্শনা পাড়ায়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গোষ্টবিহার এলাকার হাফিজুর রহমানের মেয়ে নুসরাত সুলতানা উর্মির সাথে গত ২০ দিন পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয় একই উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের দর্শনা পাড়ায় শাহাদৎ হোসেনের ছেলে আলিহীমের (৩২) সঙ্গে।

এদিকে নুসরাত সুলতানা উর্মি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তার সঙ্গে পূর্বের প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রেমিক তিতুদহ ইউনিয়নের হুলিয়ামারী পাড়ার মন্টু মিয়ার নাতি ও জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আনিসুর রহমানের ছেলে সাগর আলীর (১৮) যোগাযোগ থাকে অব্যাহত।

এ অব্যাহত যোগাযোগের ফলে প্রেমিকা নুসরাত সুলতানা উর্মির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রেমিক সাগর আলী উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে তার বোন জামাই বিপ্লবকে সাথে নিয়ে গত

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে প্রেমিকার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে যায়। প্রেমিক আসার খবরে প্রেমিকা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাড়ির বাহির হয়ে যেতে দেখে সেন্দেহ দেখা দেওয়ায় শ্বশুর বাড়ির লোকজন পিছু নেয়।

এসময় দু’যুবকের সঙ্গে নববধূ নুসরাত সুলতানা উর্মি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন সহ স্থানীয় গ্রামবাসীর সহায়তায় তাদেরকে আটক করে। পরে আটক হওয়া প্রেমিক সাগর মিয়া ও বোন জামাই (বোনাই) বিপ্লবকে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে দর্শনা থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে সাগর আলী, বোন জামাই বিপ্লব হোসেন, নববধূ নুসরাত সুলতানা উর্মি ও স্বামী আলিহীমকে দর্শনা থানা হেফাজতে নেয় পুলিশ।

এরপর পরদিন শনিবার দুপুরে দর্শনা থানায় উভয় পরিবারের অভিভাবকেরা উপস্থিত হয়ে মুচলেকার মাধ্যমে আটককৃত ব্যক্তিরা মুক্ত হয়।

দর্শনা থানার এস,আই হারুন অর রশিদ জানায়, তারা নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে নেবে এমন প্রতিশ্রুতির ফলে মুচলেকার মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের হেফজতে ছেড়ে দেওয়া হয়।